R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

'ছাউনির ক্ষেত্রে
অপূর্ব অবদান'
স্থায়িত্ব, নির্ভরতা, টেকসই ও মজবুতের জন্য একমাত্র এভারেষ্ট এ্যাসবেসটস শীট ব্যবহার করুন।
মহকুমার একমাত্র ডিলার :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

৬৩শ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১লা অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
১৭ই নভেম্বর, ১৯৭৬ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা রঘুনাথগঞ্জ, ১৬ নভেম্বর—জঙ্গিপুর সংবাদ মারফৎ বেশী যাত্রী নেওয়ার অভিযোগ পেয়ে জঙ্গিপুর পুরসভা তাঁদের এলাকাধীন ফেরীঘাটগুলিতে মাঝিদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। আজ ঢোল সহরৎ করে সেই হুঁশিয়ারীতে মাঝিদের সতর্ক করে বলে দেওয়া হয়েছে, যখনই নৌকায় জোর করে বেশী লোক

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পিটিয়ে মারায় হ্যাটট্রিক

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর—এনায়েত-নগরের বিভীষিকা গিরীশ মণ্ডল গেল বুধবার রাত্রে লালখান্দিয়ারে গিয়েছিল বেগুন চুরি করতে। দশ কেজি মত বেগুন চুরি করে পলাবার সময় ধরা পড়ে গিয়েছিল গ্রামবাসীদের হাতে। তারপর এ সব ক্ষেত্রে যা হয় আর কি। গণ প্রহারে জর্জরিত অবস্থায় ওই দিনই তাকে ভর্তি করা হয় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে। পুলিশ সাতজনকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন গিরীশ

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বর্দ্ধমান থেকে জঙ্গিপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৭ নভেম্বর—বন্দনা ঘোষ (১৬) বর্দ্ধমান জেলার জামালপুর থানার মহেন্দর গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। রঘুনাথগঞ্জ থানার কাশিয়াডাঙ্গা গ্রামের পলটু সেখ ওরফে উমর সেখ (২৫) রাজমিস্ত্রীর কাজ করত বন্দনাদের বাড়ীতে। সব কিছুই ভালোভাবে চলছিল, পলটুও ওদের বেশ বিশ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, টি কে ডি প্রথা প্রবর্ত্তনে মহকুমায় কেরোসিন সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটেছে

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৬ নভেম্বর—চাল, ডাল, তেল, চিনি, মশলাপাতি সমেত যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম আবার বাড়তে শুরু করেছে। গত দু'এক মাসের মধ্যে সরষের তেলের দর যে হারে বেড়েছে, তা ১৯৭৪ সালের আস্থিতিস্থাপক বাজারের সঙ্গেই তুলনীয় বলে ক্রেতা সাধারণের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যাচ্ছে। আজ এ সম্পর্কে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা সেনগুপ্তকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এখন কেবলমাত্র ডালডা রেশনের দোকানের মাধ্যমে বিক্রীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মিঞাপুরে চালের বাজারে বাইরের ফড়েরা এসে বেশী দাম দিয়ে চাল কিনতে শুরু করায় প্রতিদিন চালের দর কুইন্টাল প্রতি পাঁচ টাকা হারে বেড়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান, নন করডনিং এলাকা বলে তাঁদের করণীয় কিছু নাই। তবে পাইকারী চাল ব্যবসায়ীদের বলে দেওয়া হয়েছে তাঁরা যেন সব সময় ১০০ কুঃ চালের মজুত রাখেন। প্রয়োজনে সেই চাল স্থানীয় বাজারের চাহিদা মেটাতে পারবে।

গত এক মাস ধরে রঘুনাথগঞ্জ শহরে বাজার থেকে ব্রিটেনিয়া বিস্কুট উধাও হয়েছে। কারণ সম্পর্কে মহকুমার একমাত্র ডিষ্ট্রীবিউটর বামাপদ চন্দ্র এণ্ড সন্সের পক্ষে বালক চন্দ্র এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, পূজোর পর কোম্পানী দশ পনের দিন মেসিন ইত্যাদি ধোয়ামোছার কাজে ব্যস্ত থাকায় বিস্কুট উৎপাদন বন্ধ রাখে। সেই সময় তাদের মজুত বিস্কুট অনিয়মিতভাবে বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা হয়। ফলে কোন জায়গায় পৌঁছায়, কোন জায়গা বঞ্চিত হয়। এখানে অকটোবরে বিস্কুটের কোন কোটা এসে পৌঁছায়নি। আগামী ২০ নভেম্বর তাঁদের পরবর্তী কোটা এসে পৌঁছাবার কথা আছে। কোম্পানীকে তাঁরা ফোনে অনুরোধ করেছেন ২০ নভেম্বরের আগেই যেন বিস্কুটের কোটা এসে পৌঁছায়।

টি কে ডি বা তালুকা কেরোসিন ডিপো নামে বহরমপুরে ভারতীয় তেল করপোরেশনের একটি সরবরাহ প্রতিষ্ঠান

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রথম অভিযোগটি আমাদের প্রতিনিধির

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৭ নভেম্বর—কারও কোন অভিযোগ থাকলে এস ডি পি ও এবং সি আই (পুলিশ) এর অফিসে লটকানো কমপ্লেন বক্সে লিখিতভাবে দেওয়ার যে প্রথা গত সপ্তাহ থেকে চালু হয়েছে তা কতদূর কার্যকর হয় তাই পরীক্ষার জন্য 'জঙ্গিপুর সংবাদ' প্রতিনিধি সত্যনারায়ণ ভকত প্রথম অভিযোগটি করেন সি আই (পুলিশ) এর কাছে গত শনিবার। তাঁর অভিযোগটি ছিল মহকুমা শাসকের অনুমতি না নিয়ে জঙ্গিপুর পুরসভা এলাকায় মাইক বাজানোর। কয়েক মাস আগে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক এক আদেশ বলে সরকারী মাইক বাদে জঙ্গিপুর পুর এলাকায় তাঁর অনুমতি ছাড়া

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রথম পুরস্কারটি আমাদের জেলার

বিশেষ প্রতিনিধি, বহরমপুর, ১২ নভেম্বর—১৯৭৫-৭৬ সালে স্বল্প সঞ্চয়ে রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে আমাদের জেলা প্রথম পুরস্কারটি পেল। আজ এখানে ডাঃ বিমল সিংহ কালচারাল হলে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম পুরস্কারের ৫০ হাজার টাকা মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক নারায়ণস্বামী রামজীর হাতে তুলে দিলেন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অতীশচন্দ্র সিংহ। জেলা শাসক জানালেন, ৫০ হাজার টাকার সবটাই খরচ করা হবে স্থানীয় রবীন্দ্র সদনের উন্নয়নে। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে এই সদনের কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। জাতীয় সঞ্চয় অভিযানে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ২৬ জন এজেন্টকেও আজ পুরস্কৃত করা হয়। এঁদের মধ্যে তিনজন এজেন্ট জঙ্গিপুর মহকুমার—নবকুমার ঘোষাল, দিলীপ চ্যাটারজি ও রুদ্রনারায়ণ রায়। রাষ্ট্রমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে এজেন্টদেরও পুরস্কৃত করেন।

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

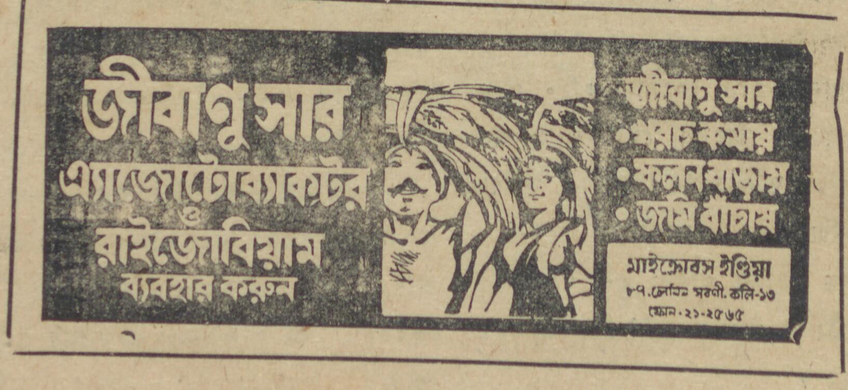

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা অগ্রহায়ণ বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল

দড় দর

কোন কবির লেখায় পড়িয়াছি—'হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর' ইত্যাদি। ইহা অতীতের কথা। বর্তমানে হাসিবার অবসর না থাকিলেও কাঁদিবার অবসর ও উপলক্ষ্য প্রচুর। কারণ খুঁজিতে হয় না, উহা আপনা হইতেই দরজায় আঘাত করিতেছে অবিরত।

চাল-ডাল-তেল-লবণ-লঙ্কা-হলুদ—এই ন্যূনতম বস্তুগুলি পাইলেই আজ সাধারণ মানুষ বর্তিয়া যায়। জিরা-লবঙ্গ-এলাচ-দারচিনি ত স্বপ্নকথা—'তারে চোখে দেখিনি, শুধু গল্প শুনেছি'। বিগত এক মাসের মধ্যে তেল-ডাল-নুন-হলুদ ইত্যাদির দর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দরের এমন হেরফেরে অবাক হইবারই কথা। পূজার পূর্বে চিনির দর লইয়া ব্যবসায়ীরা বেশ খেলায় মাতিয়াছিলেন। কিলো প্রতি ৫'১২টা দর বাঁধিয়া দেওয়া হইল। ভদ্র ব্যবসায়ীরা খাতায় লিখিলেন, বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দিলেন 'চিনির দর কিলো প্রতি ৫'১২টা'। সাধারণ ক্রেতা সে চিনি পাইয়াছে ৫'৩৫ বা ৫'৪০ দরে। তবু সান্ত্বনার কথা যে, উহার দর ছয়-সাত-আট হয় নাই। চালের চাল সকলের গা-সহা হইয়াছে।

ডাল-তেল-নুন-লঙ্কা-হলুদ দরবৃদ্ধির ভেক ধরিয়াছে বলিয়াই যা ভাবনা। এখন হইতে সারা শীতকালটা বেগুন-কপির কল্যাণে ভর্জিত বেগুন, কপির ডালনা প্রভৃতির নামে ধনীনির্ধন নির্বিশেষের রসনা লালা ক্ষরণ করিবে। তাই রাঁধিতে ও শীতে মাখিতে সরিষার তেল অন্য সময় অপেক্ষা বেশী খরচ হইবে। তৈলবণিকেরা বুদ্ধি খাটাইয়াছেন বৈকি! তেলের দর দৈনিক প্রতি কিলোয় ১৫/২০ পয়সা বাড়াইয়া তাঁহারা লোকের গা-সহা করিয়া তুলিতেছেন। বুদ্ধির তারিফ করিতে হয়। জলেভাজা বেগুন ও সিদ্ধ ডালনা খাইয়া এবং গায়ে খড়ি উঠিলে 'বঙ্গাল আদমী' কি থাকিতে পারে?

এখন তেল স্নেহ পদার্থ শুধু নামে; সে আজ জনমনকে স্নিগ্ধ না করিয়া দগ্ধই করিতেছে। ঘি-ডালডার কা কথা। এই মওকায় বাদাম তেলই বা দাম না বাড়াইবে কেন? সেও ত স্নেহশীল। ডালের বাটিতে হাত ডুবাইলে আজ উঠে কটাহদগ্ধ কৃষ্ণ-লঙ্কাকুচি ও দুই একটি ভাসমান কালফোড়নযুক্ত হরিদ্রাভ জল। মন্থন করিলে যে সামান্য ডালদানা মিলিতে পারে, তাহার দিন বুঝি যায়। মশলার শলা বারংবার খুঁচাইয়া মারিতেছে। সম্বলমাত্র লবণ হরিদ্রা, দরবৃদ্ধির দৌড়ে সামিল হইয়াছে।

রাজ্যের সৎ ব্যবসায়ীদের দোষারোপ করিয়া লাভ নাই। তাঁহারা 'জনগণকা সেওয়ামেঁ'; না ফা র প্রত্যাশী নহেন। 'শুভলাভ' খেরো-বাঁধান খাতায় লিখিত হয় মাত্র। 'বেওসা' মন্দা। কাটকাবাজ, চোরা-কারবারী ইত্যাদি তাঁহাদের ঘৃণার পাত্র। জিনিসপত্রের উৎপাদক রাজ্য-সমূহ সরবরাহ কমাইলে, নানান শুল্ক মালচলাচলের বিধিনিষেধ রাখিলে এবং চাহিদা-যোগানে বৈষম্য থাকিলে দর বাড়িবেই। ইহাতে তাঁহাদের কোন হাত নাই। কৈফিয়তে ঝুড়ি উজার হইয়া যায়।

দরবৃদ্ধিতে ললাট করাঘাত করিলেও তাবৎ সৎ ব্যবসায়ীরা নাচার। আরও দর বাড়ুক—'গণেশজীকা কিরপা'। এই অনিবার্যতা ঠেকাইবে কে?

আরো নাটক আরো দর্শক আরো মঞ্চ

এন এইচ রিক্রিয়েসন ক্লাবের দু'টি প্রযোজনা

গত ১০ এবং ১১ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে এন এইচ রিক্রিয়েসন ক্লাব দু'টি নাটক প্রযোজনা করেন। এর একটি রতন ঘোষ রচিত 'সীতা হরণ' অপরটি বসন্ত ভট্টাচার্য বিরচিত 'নায়িকা বিদায়'। প্রথমটি রূপক, দ্বিতীয়টি হাল্কা হাসির নাটক। দু'টি প্রযোজনাই অংশ : সফল।

প্রথম দিনের নাটক 'সীতা হরণ' এর বক্তব্য অত্যন্ত গভীর। পৌরাণিক নাটক বা রামায়ণের সীতাহরণের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নাই। এই নাটকে সীতাকে কল্পনা করা হয়েছে ভূমিলক্ষ্মীর সঙ্গে, রামকে জননেতা হিসেবে। বর্তমান যুগের জোতদারেরা কিভাবে গরীবের জমি অর্থাৎ সীতাকে নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখেছে তারই একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত উত্থাপন করা হয়েছে এই নাটকে। বিদুর (শৈলজা চৌধুরী), ভরত (মন্মথ-কুমার মাইতি) প্রভৃতিদের জমি ছলে-বলে-কৌশলে হরণ করেছে মহাজন (রমেন্দ্রনারায়ণ চন্দ)। আর তাকে ইন্ধন জুগিয়েছে মহুরী (মৃণাল সেনগুপ্ত)। চরিত্রগুলিতে এঁরা যথাযথ অভিনয় করেছেন। কণ্ঠের ভূমিকায় উদয় মুখারজি অভিনয়ে যতটা বলিষ্ঠ, গানে ঠিক ততটাই ব্যর্থ। শান্তর শান্তিরঞ্জন বিশ্বাসের (এই নাটকের পরিচালকও) অভিনয় স্বাভাবিক, কিন্তু মাঝে মধ্যে ডায়ালগ গোলমাল করে ফেলায় নাটক পরিচালনায় তাঁর ত্রুটি দর্শকদের চোখ এড়ায় না। প্রম্পটের শব্দও মাঝে মধ্যে শোনা যায় অবাঞ্ছিতভাবে। মা-এর দীপ্তি সরকার, হারানের হিরণ্ময় ব্যানারজি, পিতেমের প্রদীপ শ্যাম, চরণের বিমল সাহা, নকুলের কার্তিক মুখারজি, সুরথের শ্রীকান্ত কাশ্যপী, মঙ্গলের রাম মণ্ডল চরিত্রানুগ। হরির কাশীনাথ সাউ একটি দৃশ্য ছাড়া পুরোপুরি নিষ্প্রভ। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে অবতীর্ণ হতে দেখা গেল শিখা ঘোষকে। তিনি সাবলীল এবং প্রাণবন্ত অভিনয়ে রাধার চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন বলে দর্শকদের বাহবা কুড়িয়েছেন একাধিকবার। প্রতিটি দৃশ্যে তাঁর উচ্চারণ, ভাবভঙ্গী স্বতঃস্ফূর্ততা এনে দিয়েছে। উচ্ছ্বসিত হাসির দমক এবং হাসতে হাসতে কাঁদা অথবা কাঁদতে কাঁদতে হাসায় বাজিমাৎ করে তিনি চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন। ভবিষ্যতে তাঁকে গলার স্বর এবং একই রকম হাসির পরিবর্তনে সচেতন হতে হবে। বিনয় মিশ্রের মঞ্চসজ্জা, রবি চক্রবর্তীর আলোকসম্পাত, নরেন দাস ও সম্প্রদায়ের যন্ত্রসঙ্গীত, তন্দ্রা সিংহের নেপথ্য সঙ্গীত এবং নিমাই সেনগুপ্তর সঙ্গীত পরিচালনা নাটকটির সুষ্ঠু প্রযোজনায় সাহায্য করেছে।

দ্বিতীয় দিনের নাটক 'নায়িকা বিদায়'এ লটারীর টিকিট বিক্রেতা ফণির ভূমিকায় প্রদীপকুমার শ্যাম, শীতলের শ্যামাপ্রসাদ দাস, কার্তিকের সত্যনারায়ণ ঘোষ, নরসিংহর শৈলজা-প্রসাদ চৌধুরী, জয়কালীর রামকুমার ভট্টাচার্য, বাদলের উদয় মুখারজি সার্থক রূপদান করেছেন। মেস ম্যানেজার নরোত্তমের শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। কীর্তন গাইতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন মন্মথনাথ মাইতি (মনসা)। মনোজিত সিকদারের আবহসঙ্গীত সুপ্রযুক্ত। এই নাটকে পরিচালনায় (পরিচালক উদয় মুখারজি) বেশ কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে। যেমন একটি দৃশ্যে মেস ম্যানেজারের গায়ে গরম পোশাক এবং মেসের দড়িতে মাফলার ঝুলতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে সেই মেসেই মনসাবাবুকে জামা-গেঞ্জি খুলে দিয়ে খালি গায়ে শুতে দেখা যায়। দৃশ্য দুটি পরস্পর বিরোধী নয় কি? আর মানসিক রোগে আক্রান্ত রোগিনীর হাসি এবং উদাস দৃষ্টি—এই দুইয়েরই অভাব দেখা যায় অঞ্জলির ভূমিকায় শিখা ঘোষের অভিনয়ে। তাঁর হাসির দমক দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন মজা করছেন। নাটকের মূল ভাব যেখানে অন্তর্নিহিত পরিচালকের সেখানে আরো বেশী সচেতনতার প্রয়োজন ছিল।

—রাজশ্রী

নাট্যাভিনয় : দফরপুর যাত্রাতীর্থ কর্তৃক জমিদার বাড়ীতে কমলেশ ব্যানারজি রচিত 'বাঈজির মেয়ে' ও ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'বিবি আনন্দময়ী' নাটক দুটি সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ হয় গত ৩ এবং ৪ নভেম্বর। মাণিকচন্দ্র দাস, সত্যনারায়ণ মণ্ডল, সুবোধচন্দ্র দাস, বীরেন হালদার, শোভাদেবী প্রমুখের অভিনয় রেখাপাত করে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

যাত্রা ও পরীক্ষা

জঙ্গিপুর শহরের টাউন ক্লাব কর্তৃপক্ষ ডিসেম্বর মাসের ৫ এবং ৬ তারিখে একটি বিখ্যাত অপেরার যাত্রার আয়োজন করেছেন। অথচ ওই সময়ই রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের বিভিন্ন স্কুলের পরীক্ষা শুরু হয়ে যাচ্ছে। কাজেই ছাত্রছাত্রীদের বিরাট অংশকে যাত্রা দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। তাই ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের দিক চিন্তা করে যাত্রার দিন কি পিছিয়ে দিতে পারেন না?

—সুচেতা ব্যানারজি, রঘুনাথগঞ্জ

একদিনের ফুটবলে স্বাস্থ্য বিভাগের জয়

বিমান হাজরা : অবশেষে সব বাধা ডিঙ্গিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগ এ বছরের সুরাঙ্গবালা সামন্ত রানিং স্মৃতি শীল্ডের একদিনের ফুটবলে সেরা দলের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। এক-কথায় খেলেছে—লড়েছে এবং যোগ্য দল হিসেবে জয়ী হয়েছে। গতবারও তারা জিতেছিল। তবে আরও বেশী মেহনত কোরে। এবারের মেহনত কম। কেননা শক্তিশালী দুটি দল যুবক সংঘ ও অগ্নিফৌজ এই প্রতি-যোগিতায় এবারে অংশ নেয়নি। বিজিতের সম্মান পেয়েছে বাগানবাড়ী ‘বন্ধু’ দুবারই স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে পরাজিত হোয়ে। অপর পক্ষে স্বাস্থ্য বিভাগ অপরাজিত থেকেছে। সেই সুবাদে তারা অপরাজিত শীর্ষস্থানে। সকাল থেকে ১৪ নভেম্বর যে খেলার শুরু বিকেলে তার পরিসমাপ্তি। মা ঝ কিছুক্ষণের বিরতি। সব মিলিয়ে ৬টি দলের মধ্যে লীগ-কাম-নক-আউট পর্যায়ে মোট ৯টি খেলা হয়েছে। লীগ পর্যায়ের খেলাগুলি হয়েছে সকালে, বিকেলের দিকে নক আউট পর্যায়ের খেলাগুলি। উৎসাহ আর উদ্দীপনার ঘাটতি ছিল না তবে গতবারের চেয়ে আকর্ষণ কম ছিল। অগ্নিফৌজ আয়োজিত এই খেলার পূর্ণ বিবরণে বলা যায়—সেলিম, মোস্তফা, ভবতোষ, তন্ময়, প্রবীর এদের এ দিনের খেলা সবার প্রশংসা কুড়িয়েছে। অপর দিকে কয়েকজন প্রবীণের খেলা বিরক্তির উদ্রেক করেছে। একটি সেমসাইড গোলকে কেন্দ্র কোরে জনৈক প্রবীণ খেলোয়াড়ের (যাকে এ দিন খেলা পরিচালনা করতেও দেখা গেছে) বিদ্রূপাত্মক হাততালি মাঠে বেশ দৃষ্টিকটু ঠেকেছে। সেবা শিবির দলের প্রবীর ব্যানারজির হ্যাটট্রিকের ফলে এ দিন মাত্র একটি হ্যাটট্রিকই সংযোজিত হয়েছে। খেলার শেষে বিজয়ী ও বিজিত দলকে পুরস্কার বিতরণ করেন সভাপতি কেদার মুখারজি। সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান অর্জন করেন জয়ন্ত মোট ৪টি গোল দিয়ে। ইনিও স্বাস্থ্য বিভাগের খেলোয়াড়। লুথারিয়ান দলের ওপর বহু দর্শকের আশা ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আশায় ছাই পড়েছে। গোবিন্দপুর মোটামুটিভাবে উল্লেখ-যোগ্য। সব মিলিয়ে এ দিনের খেলায় স্বাস্থ্য বিভাগই সেরা দলের জয়মালা নিয়েছে বিচারক এবং দর্শক উভয়ের কাছেই।

খেলার খবর

জঙ্গিপুর, ১৫ নভেম্বর— নিউ শান্তিপুর শাল রিপেয়ারিং ও বন্ধু ক্লিনিকের উদ্যোগে এবং টাউন ক্লাবের পরিচালনায় ‘রাজকুমার স্মৃতি শীল্ড’ এবং ‘কালীপদ স্মৃতি শীল্ড’-এর অলিম্পিক পদ্ধতির ফুটবল ফাইনালে গতকাল সবুজ সংঘ ইসলামপুর ক্লাবকে ২—১ গোলে পরাজিত করে। এই খেলা দেখার জন্য এত ভিড় হয় যে পুলিশকে একাধিকবার মৃদু লাঠি চারজ করতে হয় বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

অকসান ব্রিজ : জঙ্গিপুর শহরের হরিসভা পরিচালিত একদিনের অকসান ব্রিজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও বিজিতের সম্মান লাভ করেন প্রভাত সরণীর দুই খেলোয়াড় এবং ব্রজগোপাল চক্রবর্তী ও সঙ্গী দিবাকর হালদার। এই প্রতিযোগিতায় মোট ১২৮টি দল অংশ গ্রহণ করেন। পুরস্কার বিতরণের পর উদ্বৃত্ত ৫১ টাকা জঙ্গিপুর বালিকা বিদ্যালয়ের নির্মাণ তহবিলে দান করা হয়।

শনিবারের খেলা : জেলা চাম-পিয়ানশীপের ফাইনাল খেলাটি আগামী শনিবার রঘুনাথগঞ্জ শহরের ম্যাকেনজি ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। এই খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বহরমপুর আই সি আই এবং জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা।

সাগরদীঘি ব্লক যুব কংগ্রেস কমিটি ঘোষিত

মুর্শিদাবাদ জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি অধ্যাপক তুষারকান্ত নাগ সাহেদুর রহমানকে সাগরদীঘি যুব কংগ্রেসের অন্যতম, সাধারণ সম্পাদক এবং আবদুল করিমকে কোষাধ্যক্ষ পদে মনোনীত করেছেন। একই সঙ্গে মোঃ গোলাম সাদেককে সহ-সভাপতি, বাবলুরঞ্জন ভট্টাচার্যকে সম্পাদক এবং বীরেন্দ্রকুমার মণ্ডলকে সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। সভাপতি এবং অন্য দু'জন সাধারণ সম্পাদক পদে অশোক চক্রবর্তী এবং নাজেম সেখ ও সাজাহান সেখের নাম আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। —প্রাপ্ত

পুরস্কারটি আমাদের জেলার

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সভায় জেলা সঞ্চয় আধিকারিক প্রদত্ত পরিসংখ্যান হতে জানা যায়, ১৯৭৩-৭৪ সালে ফরাক্কা, সাগরদীঘি ও রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকসহ ৮টি ব্লককে পুরস্কৃত করা হয়েছে। ব্লকগুলি পেয়েছে ৫০০ টাকা করে এবং বি ডি ওরা পেয়েছেন ২৫০ টাকা করে। পুরস্কারের টাকা মহকুমা শাসকদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্লক-গুলিকে দিয়ে দেওয়ার জন্য। রাজ্য সরকার এবার জেলাওয়ারি কৃতিত্বের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার ঘোষণা করেছেন যথাক্রমে ৫ লক্ষ, ৪ লক্ষ এবং ২ লক্ষ টাকা। আমাদের জেলায় অকটোবর পর্যন্ত মোট টাকা সংগৃহীত হয়েছে ৩ কোটি ১০ লক্ষ ৪৯ হাজার। এর মধ্যে সঞ্চয় খাতে জমা পড়েছে ৯০ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা। ২০৫ জন এজেন্ট এবং ৩৭৫০ সভাযুক্ত ৪১টি সঞ্চয়িকা ব্যাঙ্ক এখন সঞ্চয়ের কাজে নিযুক্ত আছেন। ফরাক্কা ব্যারেজের ৮০% কর্মী সঞ্চয় প্রকল্পে টাকা জমা রেখে জাতীয় সঞ্চয়ে অগ্রগতি ঘটিয়েছেন।

বর্ধমান থেকে জঙ্গিপুর

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কিছুদিন আগে বন্দনা গেল হুগলী জেলার চণ্ডীতলায় দিদির বাড়ী বেড়াতে। তার যাওয়ার কয়েকদিন পর পলটুও হাজির হল চণ্ডীতলায়। বন্দনাকে বলল, তোমার মায়ের খুব অসুখ, তোমার বাবা আমাকে পাঠালেন তোমাকে নিয়ে আসার জন্য। সরল বিশ্বাসে বাড়ীর বিশ্বস্ত রাজমিস্ত্রী পলটুর সঙ্গে বন্দনা চণ্ডী-তলার দিদির বাড়ী থেকে রওনা হল বাড়ীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু পলটু তাকে আদৌ বর্ধমানের বাড়ী নিয়ে গেল না, নিয়ে এল নিজের বাড়ী রঘুনাথগঞ্জের কাশিয়াডাঙ্গায়। বাড়ীতে এনে দিনতিনেক আটকে রাখলো বন্দনাকে। বলাৎকার করল তার ওপর। রঘুনাথগঞ্জ থানার সাব-ইনস্পেকটর সন্তোষ সাহা গোপনে খবর পেয়ে হানা দিলেন কাশিয়া-ডাঙ্গায় পলটুর বাড়ীতে। সেখানে এ ঘর ও ঘর খুঁজে পাওয়া গেল বন্দনাকে। পুলিশ গ্রেপ্তার করে চালান দিল পলটুকে, উদ্ধার করে খবর দিল বন্দনার বাবাকে। পুলিশী সূত্রে এই খবরের শেষাংশে জানা গেল, বন্দনার দাদা এসে বন্দনাকে দেখে গিয়েছে। পলটু জামিন পায়নি।

প্রথম অভিযোগটি আমাদের প্রতিনিধির

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মাইক বাজানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় স্থানীয় ক্লাব বা সংস্থা প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে মাইক বাজালেও বাইরের লটারীর টিকিট বিক্রেতা, সিনেমা-যাত্রা-থিয়েটার প্রভৃতির প্রচারের জন্য যারা জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ শহরে আসে তারা প্রয়ো-জনীয় অনুমতি ছাড়াই মাইক বাজায় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রয়ো-জনীয় অনুমতি নিয়ে কেউ মাইক বাজাচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব নিষেধাদেশ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বর্তায় পুলিশের ওপর। আমাদের প্রতিনিধির কাছ থেকে এই মর্মে প্রথম অভিযোগটি পেয়ে সি আই (পুলিশ) অমলকুমার মিত্র পুলিশকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং গতকাল থেকে ব্যাপকভাবে খোঁজ-খবর নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। আজ জঙ্গিপুর বাবুবাজারে বিনা অনু-মতিতে মাইকযোগে ঝুমুর গানের প্রচার চালাবার সময় পুলিশ একটি রিক্সাসমেত মাইক আটক করে ফাঁড়িতে নিয়ে আসে বলে প্রকাশ।

আগামী সংখ্যায় : বিদ্যালয়ের শ্রেণী-কক্ষে ষ্টেট ব্যাঙ্ক, শিশু দিবস উদ্‌যাপন প্রভৃতি সংবাদ অনিবার্য কারণবশতঃ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। —স

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১·৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শ্যালোর পাইপে গ্যাস

বিশেষ সংবাদদাতা, ১৬ নভেম্বর—সুতী থানার বাহাদুরপুর নিবাসী পরলোকগত হাজী সাহেব ঝাইটন মণ্ডলের পুত্র সামশুদ্দিন মণ্ডল নয়াবাহাদুরপুর মৌজার ১নং দাগে উন্নত মানের গম চাষে জলসেচের জন্য একটি শ্যালো টিউবওয়েল বসাচ্ছিলেন। ৬ জন মিস্ত্রী ওই শ্যালো বসানোর কাজে লিপ্ত ছিল। তারা ভূ-গর্ভে ৪৫ ফুট পাইপ বসানোর পর পাইপ দিয়ে ভূ-গর্ভস্থ এক ধরনের গ্যাস প্রচণ্ড বেগে ওপরের দিকে উঠতে শুরু করে। সেই গ্যাস দেখে মিস্ত্রীরা ভয়ে সরে যায় এবং প্রায় ১৫ ফুট দূরে ধূমপানের জন্য দেশলাই জ্বালে। কিন্তু এত দূর থেকেও সেই আগুনের আকর্ষণে গ্যাসে আগুন ধরে যায় এবং প্রায় ২০ ফুট গোলাকার জায়গায় আগুনের তাণ্ডব চলতে থাকে। তাই দেখে সকলে দারুণ ভয় পায় এবং বহু লোকের সমাবেশ ঘটে। সকলে মিলে কয়েক ঘণ্টা চেষ্টার পর ধুলো ও বালি দিয়ে আগুন নিভিয়ে দেয়। শ্যালো বসানোর কাজ এখন বন্ধ রাখা হয়েছে। গ্রামবাসীরা এই গ্যাস পরীক্ষার জন্য খনিজ দপ্তরের বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

পিটিয়ে মারার হ্যাটট্রিক

(১ম পাতার পর)

হাসপাতালে মারা যায়। পুলিশী সূত্রের এই খবরে আরো জানা যায়, গিরীশের মৃত্যুকে নিয়ে লালখান্দিয়ারে পিটিয়ে মারার ঘটনা পর পর তিন বছর তিনটি ঘটল। গতবার বেগুন চুরি করতে একজন এবং তার আগের বছর কাঁঠাল চুরি করতে গিয়ে আরো একজন জনতার গণ প্রহারে প্রাণ হারায়।

জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে

(১ম পাতার পর)

গড়ে ওঠায় মহকুমার কেরোসিন তেল সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটেছে। আগে জেলার সব মহকুমাতেই তেল আসতো মৌরীগ্রাম থেকে। এখন টি কে ডি প্রথা প্রবর্তনের ফলে জঙ্গিপুর ও বহরমপুর মহকুমার তেল সরবরাহের ব্যবস্থা তাদের মাধ্যমে করা হয়েছে। কান্দী এবং লালবাগ মহকুমা আগের মতই মৌরীগ্রাম থেকে কেরোসিন আনতে পারবে। গতকাল এ খবর

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

(১ম পাতার পর)

উঠবে তখন মাঝিরা ঘাট থেকে নৌকা কিছুতেই ছাড়বে না। যদি ছাড়ে তবে নৌকার লাইসেন্স বাতিল করা হবে এবং নৌকাডুবিতে মৃত্যুর জন্য মাঝিই সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে। হুঁশিয়ারীতে ছাত্র এবং সিনেমা দর্শকদের অনুরোধ করা হয়েছে, তাঁরা যেন নিজেদের বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে মাঝিদের সংযত রাখায় সাহায্য করেন। এদিকে আমাদের সংবাদদাতা গতকাল সদরঘাট থেকে পারাপার ব্যবস্থা সরেজমিনে দেখে এসে জানিয়েছেন, গাড়ীঘাটের মত সদরঘাটেও নিয়ম ভেঙে বেপরোয়াভাবে যাত্রী বোঝাই করে নৌকা পার করা হচ্ছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে ১৬ জন থেকে ২২ জন পর্যন্ত যাত্রী পার করতে নৌকাগুলিকে দেখা গেছে।

দিয়ে এক সাক্ষাৎকারে মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামক জি মণ্ডল জানান, টি কে ডি ট্রাঙ্ক লরি ছাড়া ড্রামে তেল দিতে নারাজ। কিন্তু সবার পক্ষে ট্রাঙ্ক লরিতে তেল আনা সম্ভব নয়। ট্রাঙ্ক লরির কনট্রাক্ট থাকে বহরমপুর পর্যন্ত, তাই তারা উজিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমার কোন জায়গায় আসতে চায় না। যদিও বা আসতে রাজী হয়, সুযোগ বুঝে ভাড়া হাঁকে বহু গুণ বেশী। তাই মহকুমার এজেন্টরা টি কে ডির হাত থেকে উদ্ধার করে মৌরী গ্রাম থেকে যাতে আবার কেরোসিন সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য অনুরোধ করেছেন। তাঁরা ৪ দফা দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপিও পেশ করেছেন মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামক বরাবরে। মহকুমায় মাসে কেরোসিন দরকার হয় ৩০০ কে এল। সে জায়গায় এখন সরবরাহ মাত্র ২০০ কে এল। মহকুমার ৯ জন এজেন্টের মধ্যে সাগরদীঘির একজনের তেল সাপ্লাই সাসপেণ্ড রয়েছে। কারণ তাঁর বিরুদ্ধে পলষণ্ডায় পেট্রল পাম্প নিয়ে লালবাগে একটি মামলা ঝুলছে। সাগরদীঘির আর একজন এজেন্ট অংশীদারী কারবারে কিছু হেরফের ঘটানয় আগের লাইসেন্স বাতিল হয়ে গিয়ে নতুন লাইসেন্স আসতে বেশ দেরী হয়েছে। ফলে সেখানে কেরোসিন সরবরাহ ব্যবস্থায় যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে।

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই

ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন

❋ এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
❋ আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
❋ কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
★ রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
❋ হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
❋ এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক—মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ
মিঞাপুর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

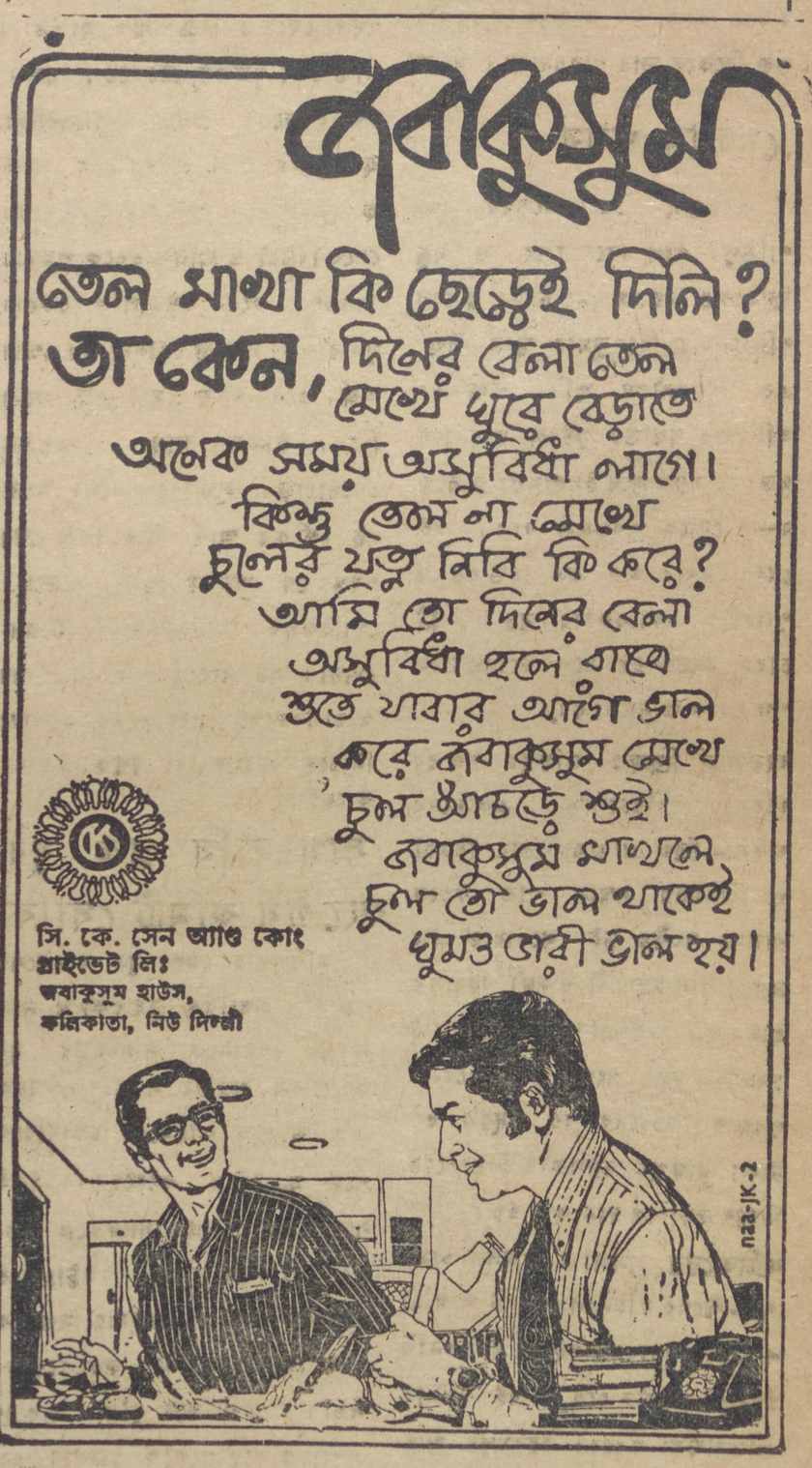

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।